

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

আইন অধিশাখা-৪

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ মাঘ, ১৪২১ বাঃ/১৮ জানুয়ারি, ২০১৫ খ্রিঃ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০২০.১৪-০২৪—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনালসহ অন্যান্য আদালতে সরকারি স্বত্ব ও স্বার্থ রক্ষার্থে সরকারপক্ষে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে আইনগত মতামত, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে ভিপি কৌসুলি নিয়োগ করিয়া থাকেন। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন জারি হইবার পর উক্ত আইনের আওতায় স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল, আপিল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপিল ট্রাইব্যুনালে বিপুল সংখ্যক মামলা ইতিমধ্যে দায়ের হইয়াছে। উক্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক ভিপি কৌসুলি নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা না থাকায় ভিপি কৌসুলি নিয়োগে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে। সেই প্রেক্ষাপটে সরকারি স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করণার্থে যোগ্য ব্যক্তিকে ভিপি কৌসুলি হিসাবে নিয়োগের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল :

২.০ সংজ্ঞা :

- ২.১ “সরকার/মন্ত্রণালয়” বলিতে “ভূমি মন্ত্রণালয়”-কে বুঝাইবে;
- ২.২ “ভিপি কৌসুলি” বলিতে সরকার/ভূমি মন্ত্রণালয় বা সরকার/ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন আইনজীবীকে বুঝাইবে;
- ২.৩ “কর্তৃপক্ষ” বলিতে ক্ষেত্রমতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে বুঝাইবে।

(৮১৩)

মূল্য : টাকা ৮.০০

৩.০ ভিপি কৌসুলি হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা—

- ৩.১ জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে ;
- ৩.২ আইন পেশায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে;
- ৩.৩ আইনজীবী হিসাবে এনরোলমেন্টের মেয়াদ ন্যূনতম ০৭ (সাত) বৎসর হইতে হইবে এবং দেওয়ানী অধিক্ষেত্রে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বৎসর মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;
- ৩.৪ নিয়োগকালে সর্বোচ্চ বয়স সীমা হইবে ৬০ (ষাট) বৎসর এবং ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর বয়স পূর্ণ হইলে ভিপি কৌসুলি পদে নিয়োগের আপনা আপনি অবসান হইবে;
- ৩.৫ মামলা পরিচালনার মত শারীরিক ও মানসিক সুস্থস্থের অধিকারী হইতে হইবে ;
- ৩.৬ ক্ষেত্রমতে পুলিশের বিশেষ শাখা কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা কিংবা অন্য কোন সংস্থার প্রতিবেদনে বিরূপ মন্তব্য থাকিতে পারিবে না।

৪.০ নিয়োগ প্রক্রিয়াঃ—ভিপি কৌসুলি নিয়োগে নিম্নোক্ত পদ্ধতি/প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে—

- ৪.১ জেলা প্রশাসকের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার এই নীতিমালার অধীনে উপযুক্ত আইনজীবীকে ভিপি কৌসুলি হিসাবে নিয়োগ প্রদান করিবে ;
- ৪.২ কোন অধিক্ষেত্রে যত জন ভিপি কৌসুলি নিয়োগের প্রয়োজন হইবে জেলা প্রশাসক কমপক্ষে তাহার দ্বিগুণ আইনজীবীর নাম সুপারিশ করিবেন। সুপারিশকৃত তালিকা হইতে সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিপি কৌসুলি নিয়োগ করিবে;
- ৪.৩ বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কাহারো সুপারিশ ছাড়াই সরকার ভিপি কৌসুলি নিয়োগ করিতে পারিবে ;
- ৪.৪ কোন আইনজীবীর সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স করা থাকিলে তাহা বাড়তি যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;
- ৪.৫ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পুলিশের বিশেষ শাখা কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা কিংবা অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হইবে।

৫.০ ভিপি কৌসুলি হিসাবে নিয়োগ লাভের অযোগ্যতা ঃ—

- ৫.১ ফৌজদারী অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত হইলে;
- ৫.২ সরকারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কাহারো বিরুদ্ধে পুলিশের বিশেষ শাখা কিংবা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা অন্য কোন সংস্থা কর্তৃক বিরূপ মন্তব্য সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করা হইলে ;
- ৫.৩ উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে।

৬.০ নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্তাবলি ঃ—সার্বিক বিবেচনায় নিয়োগ প্রাপ্তির পর নিয়োগপত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি আরোপ করা হইবে—

- ৬.১ নিয়োগাদেশ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে হইবে এবং কোনরূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন সময় কর্তৃপক্ষ নিয়োগাদেশ বাতিল করিতে পারিবে ;
- ৬.২ কোর্টে মামলা শুনানির জন্য তাঁহাকে প্রতি কর্ম দিবসে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা হারে ফি প্রদান করা হইবে। তবে সময়ে সময়ে সরকার এই হার পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- ৬.৩ নিয়োগপ্রাপ্ত ভিপি কৌসুলিগণ একই সাথে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনাল এবং অন্যান্য দেওয়ানী আদালতে অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাসমূহে সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে দায়িত্ব পালন করিবেন;
- ৬.৪ মামলা সংক্রান্ত আলোচনা/মতামত/খসড়া/ আপিল দায়ের/রুজু ইত্যাদি কাজের জন্য আলাদা কোন ফি প্রদান করা হইবে না;
- ৬.৫ এই নিয়োগ মূলে ভিপি কৌসুলিগণ কোন মাসিক বেতন ভাতা দাবি করিতে পারিবেন না;
- ৬.৬ কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারি স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। দায়িত্বে অবহেলার জন্য তাঁহাকে দায়ি করা যাইবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাহার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;
- ৬.৭ কোন ভিপি কৌসুলি সরকারি স্বার্থ রক্ষা করিতেছেন না মর্মে প্রতীয়মান হইলে জেলা প্রশাসকের সুপারিশের ভিত্তিতে কিংবা নিজ বিবেচনায় সরকার তাহার নিয়োগাদেশ বাতিল করিতে পারিবে;
- ৬.৮ কোন জেলায় একাধিক ভিপি কৌসুলি নিয়োগপ্রাপ্ত হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাদের মধ্যে মামলা বন্টন/কর্মবন্টন করিবেন;
- ৬.৯ সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে কর্তৃপক্ষ একই মামলায় একাধিক ভিপি কৌসুলি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং যে কোন সময় ভিপি কৌসুলি পরিবর্তন করিতে পারিবে কিংবা তাহাদের মধ্যে দায়িত্ব পুনর্বন্টন করিতে পারিবে;
- ৬.১০ ভিপি কৌসুলিগণ কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয় রাখিয়া এতদসংক্রান্ত সভায় অংশগ্রহণ/পরামর্শ প্রদানসহ মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন করিবেন;
- ৬.১১ যোগদানপত্র দাখিলের তারিখ হইতে নিয়োগাদেশ কার্যকর হইবে;
- ৬.১২ সব সময় সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্ব দিতে হইবে;
- ৬.১৩ মামলার রায় সম্পর্কে সরকার/জেলা প্রশাসককে দ্রুত অবহিত করিতে হইবে;
- ৬.১৪ কোন ভিপি মামলায় সরকারের বিপক্ষে রায় হইলে দ্রুত সরকার/জেলা প্রশাসককে অবহিত করিয়া সরকারি স্বার্থ থাকিলে অবিলম্বে আপিল দায়ের করিতে হইবে;

- ৬.১৫ জেলা পর্যায়ে মাসিক রাজস্ব সভায় নিয়মিত হাজির থাকিয়া ভিপি মামলার সকল তথ্য উপস্থাপন করিতে হইবে;
- ৬.১৬ মামলা পরিচালনা ছাড়াও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা বা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অন্য কোন দায়িত্ব প্রদান করা হইলে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিপি কৌশলিগণ উক্ত দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিবেন;
- ৬.১৭ নিয়োগকৃত ভিপি কৌশলি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট যোগদানপত্র দাখিল করিবেন;
- ৬.১৮ বয়স ৬৭ (সাতষষ্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে ভিপি কৌশলি হিসাবে নিয়োগাদেশ আপনা আপনি অবসান হইবে।
- ৭। প্রয়োজনে সরকার এই নীতিমালা সংশোধন/পরিবর্তন/বাতিল করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ শফিউল আলম
সিনিয়র সচিব।